গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে কৃষকের তামাক উপড়ে দেওয়ার অভিযোগ

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে মুরাদ আলী নামক এক কৃষকের তামাক উপড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে তামাকের জমি দেখতে এসে ভুক্তভোগী কৃষক দেখেন কে বা কারা তার জমির চারা তামাকের গাছ উপড়িয়ে রেখে গেছে।

ভুক্তভোগী মুরাদ আলী গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মৃত রব্বিল্লার ছেলে।

তিনি জানান, কাল পর্যন্ত আমার তামাক দেখে গেছি ভালো ছিল আজ সকালে মাঠে এসে দেখি আমার তামাক গুলো কারা যেন উপড়িয়ে রেখে গেছে। এই তামাকের জমি অন্যের কাছে বছরে ২০০০০ টাকা লিজ দিয়ে নেওয়া। তামাকের আবাদে আমাদের কিছু টাকা লাভ থাকে যা দিয়ে লিজ দিয়েও কিছু টাকা মুনাফা হিসেবে পাওয়া যায়। কিন্তু এই আবাদটি আমি না করতে পারলে কোথায় পাবো লিজের টাকা?

তাছাড়াও অনেক টাকা খরচ করেছি যা সারের দোকান সহ বিভিন্ন স্থানে ধার দেনা করে করেছি। আশা ছিল তামাকের চাষটি করে সব পরিশোধ করে দিব কিন্তু আর হবে না। দিন আনি দিন খাই এখন এটাই আমার মাথায় বোঝা। আমি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যারা এই কাজটি করে আমাকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে তাদের আইনের আওতায় এনে বিচার করা হয়।

স্থানীয়দের মধ্যে আবুল হোসেন জানান, মুরাদ আলী একজন অসহায় মানুষ দিন আনে দিন খাই। সে আজ পর্যন্ত কোন মানুষের সাথে দু কথা বলেনি কারও ক্ষতিও করে নি। তবে যারা তার এত বড় ক্ষতি করেছে তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়ন তাঁতীলীগের সভাপতি শিপন আলী জানান, যারা এই নেক্কার জনক কাজ করেছে তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া হোক।

এ বিষয় একই মাঠের কৃষক শাহাদত আলী জানায়, আজ মুরাদের এমন ক্ষতি করলো কাল তো আমাদেরও হতে পারে। আমরা মাঠে কাজ সেরে বাড়ি যেয়ে নিশ্চিন্তায় ঘুমাতে পারতাম এখন সেটাও মনে হয় আর হবে না। তবে প্রশাসনের কাছে জানাতে চাই যত দ্রুত সম্ভব এদের শাস্তির

ব্যাবস্থা করা হোক

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী সহ এলাকাবাসী তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছেন।

গাংনীতে কি মধু পেয়েছেন জাকির হোসেন?

এম এফ রুপক
মেহেরপুরের গাংনী প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (পিআইও) কার্যালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে চাকরি করেন জাকির হোসেন। একই পদে একই স্থানে কর্মরত আছেন বেশ কয়েক বছর। বদলীর চিঠি আসে যায়, কিন্তু জাকির হোসেন গাংনীতেই থেকে যান।

২০১৫ সালের ৬ ডিসেম্বর, গাংনী পিআইও অফিসে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে চাকরিতে যোগদান করেন তিনি। ইতোমধ্যে একাধিকবার এসেছে বদলির আদেশ। নানা অনিয়ম দুর্নীতি করে ইতোমধ্যে একাধিকবার সংবাদ পত্রের শিরোনামও হয়েছেন তিনি। সম্প্রতি ২০২০ সালের নভেম্বরের ১৯, তারিখে জাকির হোসেনকে পুনরায় বদলী করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের প্রকল্প পরিচালকের সাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি আদেশ জারি করা হয়। আদেশে জাকির হোসেন কে গাংনী পিআইও অফিস থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোলে বদলি করা হয়। কিন্তু আদেশ অমান্য করে বিভিন্ন উপর মহলে স্টে অর্ডারের জন্য জোর তদবির শুরু করেছেন, যাতে তিনি আবারো গাংনীতে থাকতে পারেন।

বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জানা গেছে, অনিয়ম দুর্নীতি করে পার পেয়ে যাওয়া জাকির হোসেন, গাংনীতে গড়েছেন নিজস্ব সিন্ডিকেট। পিআইও অফিসের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের বিনিময়ে ঠিকাদারদের সাথে অবৈধ লেনদেন আছে জাকিরের। সেক্ষেত্রে ঠিকাদাররা নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করলেও জাকিরের কাছ থেকে পেয়ে যান গ্রিন সিগনাল।

এজন্য ঠিকাদারদেরও চোখের মনি জাকির হোসেন। সম্প্রতি বিদায় নেওয়া ২০২০ সালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন অনিয়মের

অভিযোগে সংবাদের শিরোনাম হয়েছেন জাকির হোসেন। বিষয়টি কতৃপক্ষের নজরে আসলে জাকির হোসেনকে বদলির অঅদেশ দেন। কিন্তু সে আদেশও তিনি বিভিন্ন কায়দা কৌশল খাঠিয়ে স্থগিত কের নিয়ে আসেন। নতুন করে বদলির আদেশটিও স্থগিত করার পায়তারা করছেন বলে জানা গেছে।

এছাড়াও জাকিরের বদলি আটকাতে পিআইও নিরঞ্জন চক্রবর্তিও সুপারিশ করছেন বিভিন্ন জায়গায়। এ বিষয়ে জানতে গাংনী প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তীর কাছে একধিকবার যাওয়া হলেও তিনি সাংবাদিকদের তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানান। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে সাংবাদিকদের বিভিন্ন ভোগান্তিতে ফেলেন পিআইও। সপ্তাহ খানেক পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ এর হস্তক্ষেপে তথ্য দেন পিআইও নিরঞ্জন চক্রবর্তী।

বদলি স্থগিত করার পায়তারার বিষয়টি অস্বীকার করে জাকির হোসেন জানান, চাকরি করছি যেতে তো হবেই। দেখা যাক সপ্তাহ খানেক।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, আমি শুনেছি জাকির হোসেন বিভিন্ন জায়গায় তদবির করছেন বদলি স্টে করার জন্য। কিন্তু এখনো পারেননি। পিআইও নিরাঞ্জন চক্রবর্তির তথ্য দিতে না চাওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, এ তথ্য তো না দেওয়ার কিছু নেই। আমি বিষয়টি দেখছি।

স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল যুবলীগের কেউ নয়!

আসন্ন গাংনী পৌরসভা নির্বাচনে মতবিনিময় সভা করেছেন সরকার দলীয় প্রার্থী আহম্মেদ আলী। স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম যুবলীগ নেতা দাবী করলেও মতবিনিময় সভায় তা প্রকাশ্য অস্বীকার করেছেন আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ নেতৃবৃন্দ। বক্তারা জানান, আশরাফুল ইসলাম যুবলীগের কেউ নয়। বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের অন্যতম সদস্য বলে কোনো পদ নেই। এটা আশরাফুল ইসলাম এর সৃস্ট একটি পদ।

নির্বাচন। এ নির্বাচনকে ঘিরে গাংনীতে চলছে মেয়র ও কাউন্সিলরদের প্রচার প্রচারণা। এই প্রথম গাংনীতে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ করা হবে। ইলেক্ট্রনিক ভোটার মেশিন (ইভিএম) এ ভোট প্রদানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন নির্বাচন অফিস।

তামাক ও তামাক জাত দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধি হলে কমবে তামাক ব্যবহার- সচেতন মহল

তামাক নিয়ন্ত্রণে তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি করা হলে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যাবহার কমে আসবে বলে মন্তব্য করেন তামাক বিরোধী সংগঠনসহ বিভিন্ন এনজিও সংস্থা । তবে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংগঠন এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ প্রত্যাশী নীতি নির্ধারক ও জনপ্রতিনিধীরা তামাকজত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির দাবী জানিয়ে আসলেও প্রতিবছর তামাক কোম্পানীগুলো তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে গ্রহন করে নানা কৌশল। তামাক ও তামাক দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধি করা হলে তামাকের ব্যবহার কমবে এমন প্রত্যাশা সুধীমহলের।

বর্তমান সরকার ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে তামাকের ব্যাবহার কমিয়ে আনতে সহজ ও শক্তিশালী একটি কর নীতি প্রণয়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। সে লক্ষ্যে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সরকারি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থা ও আশ্রয় সমাজ কল্যাণ সংস্থা। তামাকজাত দ্রব্যের ব্যাবহারের কুফল সম্পর্কিত প্রচার প্রচারণাসহ সভা সেমিনার অব্যাহত রেখেছে। তবে তামাকজাত দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যে আইন রয়েছে তা সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করা হলে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমবে বলে জানান শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী মহিবুল ইসলাম। আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তৌহিদ উদ দৌলা রেজা বলেন, বিভিন্ন তামাক কোম্পনীর মিথ্যা তথ্রের কারনে শুল্ক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হচেছ। শুল্ক বৃদ্ধি করা হলে এবং আইনের

কিছুটা প্রয়োগ হলে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রনে আসবে।

গাংনীর মজনু মিয়া জানান, অনেক আগে সিগারেটের মুল্য কম থাকায় তিনি বেশি বেশি সিগারেট দ্বার ধুমপান করতেন, এখন সিগারেটের মুল্য বৃদ্ধি হওয়ায় সিগারেট বা ধুমপান ছেড়ে দিয়েছেন। তবে তিনি আগের চেয়ে এখন অনেক প্রফুল্ল রয়েছেন।

জোড়পুকুরিয়া গ্রামের হাবিব জানায়, তিনি অনেক আগে থেকেই ধুমপান করতেন। প্রতিদিন গড়ে ২০ থেকে ২৫টি সিগারেট লাগতো। কিন্তুু বর্তমানে সিগারেটের মৃল্যবৃদ্ধি হওয়ায় দু একটি সিগারেট হলেই চলে সারাাদিন।
রামদাসপুর গ্রামের কাউছার আলী জানান, তার মা অতিরিক্ত জর্দ্দ ও গুল সেবন করাই মুখ ও গালে ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। কয়েকমাস চিকিৎসা দিয়েও কাজ হয়নি । অবশেষে তাকে তার মা মুত্য বরণ করেন। তার পর থেকেই তাদের পরিবারটিকে তামাত ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যাবহার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তবে তাদের দাবী তামাক দ্রব্যে কর বৃদ্ধি হলে তামাকের ব্যবহার কমবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম বলেন, তামাক ব্যবহারের ফলে ফুসফুসে ক্যানসারসহ নানা রোগে মানুষ মারা যাচ্ছে, সেই সাথে শ্বাসকষ্টজনীত রোগীর সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। তামাকজাত দ্রব্যের আইন প্রয়োগ ও তামাকজাত দ্রব্যে কর বৃদ্ধি করা হলে ব্যবহার কমবে মানুষও সুস্থ্য থাকবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন,যে সকল দোকালে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণা করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং সরকারি নীতি অনুযায়ী কোম্পানীর বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

মেহেরপুরে ১’শ বোতল

ফেন্সিডিলসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ১শ বোতল ফেন্সিডিলসহ ২ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। বুধবার দুপুরে গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো, একই গ্রামের দোয়াত আলীর ছেলে মন্টু মিয়া (৩৮) ও মহিদুল ইসলামের ছেলে মিলন হোসেন (২১)। এসআই হাবিবুর রহমান এর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। একই সাথে মাদক বহনের কাজে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ করেছে ডিবি পুলিশ।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

এসময় বস্তায় ভরা ১শ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। আটককৃতদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা রজু করা হয়েছে।

গাংনীতে এক রাতে তিন দোকানে চুরি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়াতে ১ রাতে একসাথে তিন দোকান চুরির ঘটনা ঘটেছে।

আজ বুধবার রাত ১.২৫ মিনিটে গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের হাটপাড়ায় জোয়াদ মাষ্টারের ছেলে সোহেল রানার শাহী টেলিকম ও মতিন হার্ডওয়ারে চুরি করে দুর্বিত্তরা।

দোকান মালিক সোহেল রানা জানান, আমার দোকান সিসি ক্যামেরা নিয়ন্ত্রিত সকালে দোকানে এসে দেখি সাটার ভাঙা দোকানে ঢুকে সিসি ক্যামেরা চেক করে দেখি রাত ১.২৫ মিনিটে আমার দোকানে প্রবেশ করে

এবং ৪৫০০ টাকার মত রিচার্জ কার্ড নিয়ে যায়।

তিনি আরো জানান এর আগেও আমার দোকান চুরি হয়েছে তাই টাকা পয়সা বাড়িতে নিয়ে যায়। কিছুদিন আগেও আমার পাশের মুদির দোকান চুরি হয়েছিল। মাঝে মাঝেই এমন চুরির ঘটনা ঘটছে গাড়াবাড়ীয়াতে। এখন ঝুকির মুখে আমরা দোকানদারেরা। নিরাপত্তা কোথায় আমাদের?

মতিন হার্ডওয়ারে মতিন জানান, আমি রাত ১ টা পর্যন্ত বাইরে ছিলাম বাড়ি যাওয়ার পরপরেই হয়তো এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি আরো জানান আমার দোকান থেকে ৪ টি মটর, ২ টি রঙের কাটুন, কয়েক কাটুন ডিক্সক ও পানির লাইনের মালামাল দিয়ে আনুমানিক ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চুরি হয়েছে। দোকান মালিক মতিন প্রশাসনের কাছে সঠিক বিচারেরর দাবি জানান।

একই রাতে গাড়াবাড়ীয় গ্রামীন টাওয়ারের সামনে আবু তালেবের মুক্তি জুয়েলার্স এন্ড ষ্টোরে চুরির ঘটনা ঘটে। আবুতালেব গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মৃত বিশারত আলীর ছেলে।

দোকান মালিক আবু তালেব সর্বশ্ব হারিয়ে কান্না ভরা মুখ নিয়ে জানান, আমার দোকানের স্বর্ণের জিনিস চুরি করেন আনুমানিক ২ লক্ষ টাকার, নগদ ৫ হাজার টাকা এবং আনুমানিক ৪৫ হাজার টাকার মুদি মালামাল নিয়ে গেছে। আমার একমাত্র অবলম্বন এই দোকান টুকু সেই টুকু থাকলোনা আর একি পরিক্ষা নিচ্ছে আল্লাহ পাক আমার সাথে এই কান্নায় ভেঙে পড়ে দোকান মালিক সহ তার পরিবার।

এ বিষয়ে গাড়াবাড়ীয়া ব্যাংক পাড়ার বাজার কমিটির উদ্যেগে রাখা নাইট গার্ড মোস্তফা বারী জানান, আমি রাতে এই দিকে কয়েকবার হাটাহাটি করি আজকেউ করেছি। তবে এই দোকানের সামনে সাটার বন্ধ ছিল সাইডের দরজা ভেঙে চুরি হয়েছে হয়তো। আমি নিয়োমিত ফজরের আযানের পর বাসায় ফিরি।

এ বিষয়ে ধলা ক্যাম্প ইনচার্জ নজরুল ইসলাম জানান, আমি ঘটনা শোনার সাথে সাথে দোকান গুলো পরিদর্শন করি এবং দোকানে সিসি ক্যামেরার ভিডিও সংগ্রহ করেছি এই ভিডিও স্থানীয়দের দেখাচ্ছি কেউ চিনতে পারে কিনা এবং ২ টা মোবাইল ফোন ফেলে রেখে গেছে এ গুলো নিয়ে চেষ্টা চালাচ্ছি কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বজলুর রহমান জানান, এ বিষয় নিয়ে আমাদের কার্যক্রম চালাচ্ছি। কে বা কারা এই কাজটি করেছে

আমরা সেটি চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছি।

গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনায় ইটের আঘাতে মা ছেলে জখম

মেহেরপুরের গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনায় সজিব নামের এক যুবকের ইটের আঘাতে অন্তঃসত্ত্বা মা ও ছেলে জখম হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের কলোনীপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলো- বাঁশবাড়িয়া গ্রামের কলোনীপাড়ার হাফিজুল ইসলামের স্ত্রী এরিনা পারভীন (২৮) ও তার ছেলে রুমন (১১)। সজিব একই পাড়ার এনামুল হকের ছেলে।

রুমনের পিতা হাফিজুল ইসলাম জানান, স্থানীয় মনিরুল ইসলামের ছেলে পারভেজ আমার ছেলে রুমনকে ফুটবলে লাথি মারতে বলে এ সময় রুমন ফুটবলে লাথি মারলে ফুটবলটি পাশে পুকুরে পড়ে যায়।

এ সময় সজিব রুমনকে ফুটবলটি তুলে আনার জন্য বলে। রমন অপারগতা জানালে সজিব রুমনকে মারধর ও ইট ছুঁড়ে তাকে জখম করে। এ সময় তার অন্তসত্ত্বা মা এরিনা পারভীন তাকে ঠেকাতে গেলে সজিব তাকেও ইট দিয়ে আঘাত করে আহত করে। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। তবে এরিনা পারভীনকে ভর্তি রাখা হয়েছে।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান জানান, ঘটনার কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে ডিস ব্যাবসায়ীদের প্রতিবাদ সভা

গাংনীতে ডিস ক্যাবল নেটওয়ার্ক ব্যাবসার জন্য এক ইউনিয়নের অনুমোদন নিয়ে অন্য ইউনিয়নে ক্যাবলনেটওয়ার্ক এর লাইন সংযোগের কাজ করায় গাংনীতে ডিস মালিকদের প্রতিবাদ সভা অনুঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে গাংনীর বিবিন্ন এলাকার ডিস ব্যাবসায়ীরা জড়ো হয়ে প্রতিবাদ সভায় অংশ গ্রহন করেন।

গাংনী উপজেলা ক্যাবল নেটওয়ার্ক মালিক সমিতির সভাপতি আনারুল ইসলাম বাবু বক্তব্য বলেন, গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নসহ সারা উপজেলা ব্যাপী আমাদের ব্যবসা ছিল। সেখানে মাসুদ রেজা নামের এক ব্যক্তি কন্ট্রোলরুম স্থাপন না করে এবং অর্থের বিনিময়ে প্রতিবেদন নিয়ে বিটিভি কর্তৃক অনুমোদন নিয়েছিলেন। উক্ত অনুমোদন কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

পরে আমাদের চালুকৃত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাদের লাইন স্থাপন করেন। অথচ তারা তার এলাকা রেখে বামুন্দি ইউনিয়নে ব্যবসার জন্য প্রচার প্রচারনা চালাতে থাকে। প্রচারের সময় মঙ্গলবার সকালে প্রচারকৃত মাইক আটক করে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

পরে প্রচারমাইক গাংনীতে নিয়ে আসলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিজ এলাকা ছেড়ে অবৈধ ভাবে অন্য এলাকায় ব্যবসা করার চেষ্টা ও প্রচার প্রচারনা না করার শর্তে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। এর পরপরই গাংনীর সকল ডিস ব্যবসায়ীরা মাসুদ রেজার ব্যাবসা বন্ধের দাবীতে প্রতিবাদ করেন।

এসময় গাংনী উপজেলা ক্যাবলনেটওয়ার্ক মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম বাদশাসহ অর্ধশতাধিক ব্যাবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, যে এলাকায় ব্যবসার জন্য অনুমোদন নেয়া হয়েছে সেই এলাকা ছাড়া অন্য এলাকায় ব্যবসা করার কোনো সুযোগ নেই। বিশৃঙ্খলা এড়াতে মাসুদ রেজার পক্ষে কাগজ পত্র দেখানোর জন্য বলা হয়েছে।

গাংনীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে

শিক্ষা উপকরণসহ শীতবস্ত্র

বিতরণ

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে ‘কিশোরের ডাক’ নামের একটি স্বেচ্ছা সেবী সংগঠন।

আজ সোমবার দুপুরে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণসহ শীতবস্ত্র বিতরনের আয়োজন করে সংগঠনটি।

‘কিশোরের ডাক’ এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল নোমানের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম, রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, প্রথম আলো’র মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু সাইদ।

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষকে নিজ নিজ এলাকার পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর আহবান করেন আলোচকরা।

এসময় শতাধিক শিশুদের হাতে শিক্ষা উপকরণসহ শীতবস্ত্র তুলে দেয়া হয়।

স্বতন্ত্র প্রার্থী মেয়র

আশরাফুল ইসলামের সাংবাদিকদের

সাথে মতবিনিময়

আসন্ন গাংনী পৌরসভা নির্বাচনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মেয়র আশরাফুল ইসলাম। সোমবার বেলা ১১ টার দিকে তার নিজস্ব বাসভবনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আসন্ন নির্বাচনে প্রচারণায় বাঁধার সম্মুখীন ও কর্মীদের হুমকী ধামকী দেয়া হচ্ছে বলে দাবী করেন। সেই সাথে তুলে ধরেন বিগত দিনের উন্নয়ন।

আশরাফুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী আহম্মেদ আলীর (নৌকা প্রতীক) সমর্থকরা আমার কর্মী ও সমর্থকদের বিভিন্নভাবে ভীতি প্রদর্শন করে চলেছেন।

গত রোববার আমার বাড়ীর সম্মুখে নির্বাচনী অফিসে এসেও কর্মী সমর্থকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে গেছেন। এ ছাড়াও প্রচার মাইক ভাংচুর করা হয়েছে বলেও জানান আশরাফুল ইসলাম।

তিনি আরো জানান, বর্তমান নৌকার প্রার্থী বিরোধী দলীয় বিএনপি’র সাথে হাত মিলিয়ে আমি যাতে পৌর নির্বাচনে জয়লাভ না করতে পারি তা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। যার ফলে বিএনপি নির্বিঘ্নে প্রচারণা চালিয়ে গেলেও আমি ও আমার লোকজন প্রচারণা চালাতে পারছিনা। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

অপরদিকে বিগত দিনের উন্নয়ন তুলে ধরে তিনি বলেন, নিরলসভাবে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে পৌরসভাকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নিত করেছেন। এ ছাড়াও পাঁকা সড়ক নির্মাণ, সড়ক বাতি, ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ পৌরবাসীদের সেবাদানে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। নির্বাচনে বিজয়ী হলে উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

তিনি বলেন, দ্বিতীয় বারের মতো নির্বাচিত হলে পৌরবাসীরা বাড়ি থেকে পা ফেল্লেই পৌরসভার উন্নয়নের স্পর্শ পাবেন।

নাগরিকট্যাক্স বিষয়ে তিনি বলেন নাগরিকদের দেয়া ট্যাক্স ই নির্ভর করে পৌরসভার গ্রেড ও বরাদ্দ। যে পৌরসভায় যত পরিমান ট্যাক্স আদায় হবে সরকারিভঅবে সেই পৌরসভার বরাদ্দ তত বেশি। পৌরবাসির উদ্দেশ্যে মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন ট্যাক্স মৌকুফ চান? নাকি

পৌর সভার উন্নয়ন চান? আপনাদের দেয়া কয়েকটি টাকা ট্যাক্স আপনার পৌরসভার চিত্র বদলাতে সহায়তা করছে। ট্যাক্স মৌকুফের প্রলোভনে আপনার মুল্যবান ভোট বুঝে শনে দেবার চেষ্টা করবেন বলে ভোটারদের আহব্বান করেন পৌর মেয়র।

এছাড়াও মতবিনিয় সভায় পৌর সভায় বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য প্রায় ৭৬ কোটি টাকার কাজ চলমান রয়েছে। আমি যদি আগামী নির্বাচনে নির্বাচিত না হতে পারি তবে যিনি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেবেন তিনি যেন চলান কাজ গুলি সঠিক বাস্তবায় করে পৌর নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করেন এমন আহবান রেখে মত বিনিময় সভা শেষ করেন।

মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন ইলেক্ট্রীক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।